প্রাণী অবলুপ্ত হবে; উপকূলবর্তী উদ্ভিদসমূহ ও শাক-সব্জি ধ্বংস হবে; পরিযায়ী বিভিন্ন মাছের বংশ বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হবে প্রভৃতি। এই অবস্থায় 'নীরব উপত্যকার' সুরক্ষার সপক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে।

কিন্তু কেরল রাজ্য বিধানসভায় বেশ কিছু সদস্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী নিজেই প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি সত্বর সম্পন্ন করার জন্য ১৯৭৯ সালের মে মাসে এক নির্দেশ পাঠান।

এই সময় বেশ কিছু পরিবেশবিদ প্রকল্পটির বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি জানান। বিরোধিতাকারী প্রকৃতিবিদদের মধ্যে সালিম আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সংরক্ষণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন' (IUCN—International Union of Conservation of Nature and Natural Resources)-ও প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কেরল সরকারকে অনুরোধ জানায়। গোড়ার দিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরা এই প্রতিবাদী আন্দোলনের সামিল হয়নি। কারণ উপত্যকার গ্রামবাসীদের বোঝান হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত জলাধার থেকে বিদ্যুৎ এবং সেচের জন্য জল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এলাকার গ্রামবাসীরা প্রস্তাবিত প্রকল্পে চাকরি পাবেন। KSSP সংগঠনটি এ ধরনের প্রচারের কলুষটিকে ফুটো করে দেয়। বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের প্রচারের অসারতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

নীরব উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিষয় নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশগত বিতর্কে পক্ষে বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। ১৯৮০ সালে কেরল সরকার এম. জি. কে. মেনন-কে সভাপতি করে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। ১৯৮২ সালে সরকারের কাছে কমিটি তাঁর প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কেরল সরকার ১৯৮৩ সালে নীরব উপত্যকার প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। আলোচ্য এলাকাটিকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

Scanned with CamScanner